অবিকল জগৎ বিভ্রম ও গোর্কির ‘মা’

খন্দকার জাহিদ হাসান

জানালার কাছে বসে ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’ পড়ছিলাম,
হঠাৎ দেখলাম অবিকল দেখতে আমারই মতো একজন মানুষ
কল্কে হাতে সাঁত্ করে খোলা গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল,
তার পেছন পেছন ঝাঁটা হাতে একটি মেয়েকেও ছুটতে দেখলাম,
ওর চেহারাটা আবার অবিকল আমার স্ত্রীর মতো,
চেঁচাচ্ছিল মেয়েটা, “আবার যদি তুই কখনো”, ইত্যাদি, ইত্যাদি...
“তা হলে তোর একদিন কি আমারই একদিন”, ইত্যাদি, ইত্যাদি-
দু’জনের বয়সই ত্রিশ বছরের আশেপাশে হবে
আর দু’জনের চেহারাতেই কিছুটা ‘চাষা চাষা’ ভাব।

বইয়ের পাতা খোলা রেখেই অবাক হয়ে ভাবতে থাকলাম,
আচ্ছা, এরা দু’জন এ-রকম চাষাড়ে হলো কীভাবে
এবং কোন্ ‘তুই তুকারি’-র জগতেই বা এদের বসবাস?
এই লোকটাও কি আমার মতো এ-রকম গদ্যময় পদ্য লিখে?
অথবা কল্কেতে টান দেবার পর
নিদেনপক্ষে বিড়বিড় করে এ-রকম পদ্যময় গদ্য আওড়াতে থাকে?
এই মেয়েটাও কি আমার স্ত্রীর মতোই লাল বেনারসি পরতে
আর উইশ পারফিউম ব্যবহার করতে ভালবাসে?
এরা কি কখনো ম্যাক্সিম গোর্কি পড়েছে?
এদের বিশ্বেও কি আরেকজন রবীন্দ্রনাথ রয়েছে?

ইতিমধ্যে গিন্নী এসে তারঃস্বরে জানিয়ে গেল যে,
এই মাত্র আমাদের হেঁশেলে চুরি হয়েছে-
অতএব প্রথমে থানায় এবং পরে সব্জী বাজারে যাওয়া দরকার,
আমি ওর কথায় কর্ণপাত না করে গোর্কির ‘মা’-তে আবার মনোনিবেশ করলাম,

হঠাৎ দেখলাম দিনের বেলাতেই আকাশের চাঁদ জোছনা ছড়াতে শুরু করল,
বইয়ের পাতার হরফগুলো ধীরে ধীরে ঝাপ্সা হয়ে গেল,
অবিকল আমার প্রয়াত বাবার মতো দেখতে এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক
হাই তুলতে তুলতে “হাই, হাউ আর ইউ হানি?”
বলে খোলা গেট দিয়ে ঢুকে পড়লেন-
আর বাসা থেকে বেরিয়ে আসা অবিকল আমার প্রয়াত মায়ের মতন দেখতে
এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা সেই ভদ্রলোকের মাথার হ্যাট ও হাতের ব্যাগ নিয়ে নিলেন,
আমি গোর্কির ‘মা’ পড়া ছেড়ে আবার ভাবতে বসলাম,
আচ্ছা, এই শ্বেতকায় দম্পতিও কি আমার মা-বাবার মতোই
ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে ভুনা খিচুড়ি খেতে পছন্দ করেন?
নিদেনপক্ষে এঁরাও কি জোছনা রাতে গলা ছেড়ে
দ্বৈত কণ্ঠে গান গাইতে শুরু করেন, যেমনটি আমার মা-বাবাও করতেন?

কানের কাছে কে যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে উঠল, “ব্যাটা, আমি তোর মা,
ভয় পাস্‌নে, আমি আর তোর বাবা আশেপাশেই আছি।”
আমার স্বঘোষিত অদৃশ্য মায়ের ফিস্‌ফিসানিতে শিহরিত হলাম,
গোর্কির ‘মা’ আর পড়া হয়ে উঠল না,
কাঠ হয়ে বসে জানালা দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইলাম-
সামনেই অবিকল বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কুর্মিটোলা এয়ার বেস্‌ ভেসে উঠল,
কিন্তু সেখানে রাশিয়ান মিগ টুয়েন্টি নাইন ফাইটার জেট প্লেনের বদলে
কয়েকটা মার্কিন এফ সিক্সটিন দাঁড়িয়ে,
আর দেখতে অবিকল আমার ছেলেটির মতো একটি যুবক
ফ্লাইট স্যুট পরে হেলেদুলে সেদিকে এগিয়ে চলেছে।

অতঃপর সামনে অবিকল বিস্তীর্ন বঙ্গোপসাগর দৃশ্যমান হল,
দিগন্তে গভীর সমুদ্রে অবিকল মার্কিন সপ্তম নৌবহরের অশুভ আগমন-বার্তা
অবিকল একাত্তরের বাংলার আকাশে বাতাসে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল,
অবশেষে বিশাল এক সোভিয়েত ধমকে সপ্তম নৌবহরের পশ্চাদপরণ,
অবশেষে মাঝারী এক উল্কাপাতে জুরাসিক বিশ্বের পুনরুত্থান,

অবশেষে ছোট্ট এক বিগ্ ব্যাং-এ আরেকটি অবিকল মহাবিশ্বের আবির্ভাব...
ঘটতে থাকায় ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’ পড়া ক্রমাগত বাধাগ্রস্থ হতে থাকল,
সবকিছু নিয়ে নতুন করে ভাবনা শুরু হল,
সব অবস্থান গোড়া থেকে পুনর্বিবেচিত হল,
নাহ্, কোথাও কোনো ভুলভ্রান্তি নেই-
রাস্তার মোড়ে সব্জী বাজার, রোদে শুকোতে দেয়া গিন্নীর ঝুলন্ত শাড়ি
এবং ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’ বইটি দিব্যি সকল বিভ্রান্তির বেড়াজাল হতে
নিরাপদ দূরত্বে বহাল তবিয়তেই রয়েছে,
সর্বোপরি আমার এই এলেবেলে আর খটমটে পদ্য কথিকাটিও
রসিক ও বোদ্ধা পাঠকের রোষানল থেকে সহজেই রক্ষা পেয়েছে।

আমার এতকালের স্ত্রী অভিযোগহীন ভঙ্গিতে পাশে এসে দাঁড়াল,
আমার একমাত্র ছেলেটা ওর ঘর থেকে
“মা, খিদে পেয়েছে, খাবার দাও” বলে চেঁচাল,
হঠাৎ সামনের রাস্তা দিয়ে একটা মিছিল
‘জুমাঞ্জি জুমাঞ্জি’ ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেল,
মনে একটা ঘোর সংশয় দেখা দিলঃ
আচ্ছা, এবার অবিকল জগৎ বিভ্রমের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হল না তো!

আমি মনে মনে গোর্কির অশ্রুসিক্ত গোঁফজোড়া স্পষ্ট দেখতে পেলাম-
ম্যাক্সিম গোর্কি অঝোরে কাঁদছিলেন।